ইসলামের আইন দর্শন

মাওলানা আবদুল আলী

ইসলামের আইন দর্শন

মাওলানা আবদুল আলী

www.amarboi.org

ইসলামের আইন দর্শন

মাওলানা আবদুল আলী

প্রকাশিকা

বেগম নূরজাহান

পশ্চিম খাবাশপুর, ফরিদপুর ।

সর্বস্বত্ব প্রকাশিকার

প্রথম প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারি

দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯

প্রচ্ছদ : এম. এ. আকাশ

মূল্যঃ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১ ।

www.amarboi.org

ভূমিকা

মরহুম মাওলানা আবদুল আলী সাহেব ছিলেন ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতীক। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মনীতিবিদ, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, নিরলস কর্মী, অপূর্ব বাগ্মী, সৃজনশীল লেখক, দার্শনিক এবং সর্বোপরি একজন নিরহংকার মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। একনিষ্ঠ ত্যাগী মনীষী। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সত্যিকারের ইসলামী ধ্যান-ধারণায় ও প্রজ্ঞালোকে মানুষের সেবায় গভীরভাবে একাত্ম ছিলেন।

ইসলামের আইন দর্শন, গবেষণামূলক বইটি এই জীবনদ্রষ্টা মানুষটির প্রজ্ঞা ও সাধনার ফল– বিদগ্ধ সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সম্পদ। ইসলাম মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, ধর্ম জীবন ও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র সম্বন্ধে আইনের বিধান অপরিহার্য। এই জীবনের পরিপূর্ণ রূপরেখার ইসলামী আইন বিধান সুপরিকল্পিতভাবে 'আল কোরআন', 'সুন্নাহ', 'কিয়াম' ও 'ইজমা'র মাধ্যমে সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক বিধানই একটি দার্শনিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের আইন বিধান এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ইসলামী আইনের দার্শনিক পটভূমি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এর প্রয়োগ ও ব্যবস্থায় প্রতি পদে বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। নির্দ্বিধায় বলা চলে এই বইখানি ইসলামী আইন দর্শন সম্পর্কীয় বক্তব্য বিন্যাসের এক মূল্যবান তথ্যবহুল সম্পদ। বইখানি নিঃসন্দেহে আমাদের বিদগ্ধ সমাজের চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে- এটি একটি দিগদর্শন। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কবিতাঙ্গন
১১, র‍্যাংকিন স্ট্রিট
ওয়ারী, ঢাকা

জাস্টিস এ.কে.এম নূরুল ইসলাম
সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট
আইন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেখকের সহোদর।

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

দোয়া কামনা

প্রায় দুই যুগ পুর্বে আমার মরহুম আব্বার "ইসলামী আইন দর্শন" বইটি পড়েছিলাম। তখন বইটির গভীরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদিকে প্রথম প্রকাশের পর বইটি আর প্রকাশ করাও হয়নি। কোন কপি আমার কাছেও ছিলনা। সম্প্রতি বইটির একটি কপি উদ্ধার করতে পেরে বইটি ভাল করে পড়েছি। এতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে, বইটি মৌলিক ধরনের। যারা আইন নিয়ে গবেষণা বা চিন্তা-ভাবনা করেন, চর্চা করেন এবং আইনি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন- তাদের জন্য বইটি কাজে লাগতে পারে। সেই প্রত্যাশা নিয়ে বইটি আবার প্রকাশ করা হলো। কোন ভুল ধরা পড়লে জানালে খুশি হবো।

আমার মরহুম আব্বা ও আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

www.amarboi.org

ইসলামের আইন-দর্শন

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে পরস্পর সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য মানুষ বাধ্য হয়। প্রত্যেক মানুষই তার প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে ও নানারূপ আকাঙ্ক্ষা মিটানোর তাগিদে রহুবিধ সুযোগ সুবিধা খোঁজে। আর এ পথে বাধা বিঘ্নও মানুষের জীবনে কম আসে না। এই সব বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে উঠতে বাধ্য হয়। কখনও ন্যায়ভাবে কখনও অন্যায়ভাবে। আবার কেহ অতিরিক্ত লোভবশত: বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। এইরূপে সমাজের মধ্যে অনেক সময় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আবার অন্যদিকে এর সাথে সাথেই মানব স্বভাবের মধ্যে নৈতিকতাবোধ ও মানবতাসুলভ সৎপ্রবৃত্তির বিকাশ ও উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের ভিতরে আছে। এইসব কারণে মানুষের মধ্যে সঠিক রকমের ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং ন্যায় ও সৎপথে জীবন যাপনের জন্য এমন বিধি-ব্যবস্থা ও আইন কানুনের প্রয়োজন হয়। যাতে মানুষ পরস্পর সহানুভূতির সহিত ন্যায় ও ইনসাফের সীমার মধ্যে থেকে পরস্পর সহযোগিতায় শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে। এবং এইরূপে মানবতার উৎকর্ষ ও ক্রমোন্নতি সাধনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

আল্লাহতায়ালা মানুষকে এইরূপ প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করে এবং এইরূপ নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দেননি। বরং খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানোর সাথে সাথেই তার উপযোগী জীবন-বিধানও দিয়েছেন। কোরআনের বর্ণনায় স্পষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময়ই আদম সন্তানকেই সম্বোধন করে আল্লাহতায়ালা বলে দিয়েছেন :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ * وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ*(البقرة : ٣٨-٣٩)

www.amarboi.org

"তারপর যদি আসে তোমাদের কাছে আমার কাছ থেকে হেদায়াত (জীবন যাপনের পথ প্রদর্শন তথা জীবন বিধান) তখন যারা অনুসরণ করে চলবে আমার সেই হেদায়াত তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দু:খ ভাবনায় পতিত হবে না। আর যারা অস্বীকার করবে ও মিথ্যা বলবে আমার সেইসব শিক্ষাকে, তারা জাহান্নামী- তারা জাহান্নামেই চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।" (আল বাকারা : ৩৮,৩৯)

মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে কোরআন আমাদের সামনে একথাও স্পষ্ট করে ধরেছে যে, যখনই যে অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী আল্লাহতায়ালার এই মৌলিক উপদেশ ও সতর্কবাণীকে অবহেলা করে নিজেদের ইচ্ছামত চলেছে এবং নিজেরাই তাদের জীবন বিধান তৈরি করতে গিয়েছে তখনই তারা পথহারা হয়েছে। সঠিক সত্য পথ ধরতে পারেনি। সত্যিকারের ইনসাফ ও শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে- মানবতার দিক দিয়ে তাদের পতন ঘটেছে। অবশেষে তাদের খেয়াল মত যে সুখসমৃদ্ধি নিয়ে মেতে গিয়েছিল তাও হারাতে বাধ্য হয়েছে- তাদের সবকিছু চুরমার করে দেয়া হয়েছে।

আধুনিক আইনবিজ্ঞানীদের অনেকের কাছেই মানুষের খেয়াল খুশিমত রচিত আইন-কানুনের ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার অনেক কিছুই ধরা পড়েছে। তারা ক্রমেই বুঝতে পারছেন, কি হওয়া উচিত ছিল আর কি হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহতায়ালা বিচারবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও বিবেক বিবেচনা দিয়েছেন এবং এসবের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি বিধানের যোগ্যতাও দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের এসব শক্তি ও যোগ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটি বিচ্যুতিহীন নয়। এজন্য সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চিরকল্যাণময় আল্লাহতায়ালা মানুষকে সত্যপথ প্রাপ্তির ব্যাপারে ও সে পথে চলার যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। মানুষেরই মধ্য থেকে তার নিজস্ব রসূল মনোনীত করেছেন। তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে অনবরত এ কাজে তাকে সহায়তা করেছেন। তাঁরই মাধ্যমে ওহীর মারফতে মানুষের জন্য 'ছেরাতে মুস্তাকিম' অর্থাৎ সত্য সরল পথ প্রদর্শন করেছেন- হেদায়াত (Instruction) দিয়েছেন। যাঁরা এ পথে চলার জন্য অটুট সংকল্প নিয়ে কার্যক্ষেত্রে নেমে এসেছেন রসূল (সা:) তাদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী উপযুক্ত তারবিয়াতের (Practical

www.amarboi.org

training) ব্যবস্থা করেছেন এবং এদেরকে নিয়ে একটি আদর্শ সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছেন যাতে সমগ্র উম্মত এই আদর্শে তাদের জীবন, সমাজ ও সভ্যতা গড়তে পারে। এ পথে চলার আন্তরিক সংকল্প নিয়ে যারা অকপট চিত্তে এ পথে সামাজিক জীবন যাপন করতে থাকেন আল্লাহ্তায়ালা অনবরত তাদের এ চলার পথে সাহায্য ও সহায়তা করতে থাকেন। নিত্য নতুন সমস্যায় তাঁরা আল্লাহর দেয়া শাশ্বত নিখুঁত হেদায়াত থেকেই পথ বের করে নিতে পারেন।

ধর্ম বিবর্জিত আইন ও ইসলামী আইনের প্রারম্ভ ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং দার্শনিক তত্ত্ব ও বাস্তব কার্যকারিতা আলোচনা করলে ধর্ম বিবর্জিত আইনের ত্রুটিবিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও স্থিতিহীনতা এবং আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভের দিক দিয়ে এর ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আর একথাও বুঝতে বাকী থাকে না যে, কেন এরূপ হয়। পক্ষান্তরে, একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী আইন কেন এমন নির্ভুল, ত্রুটিহীন, পূর্ণ, স্থিতিশীল এবং আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সার্থক ও সফল।

ইসলামী আইন ও অন্য আইনের মৌলিক পার্থক্য

ইসলামী আইন ও অন্য আইনের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্টরূপে অনুধাবন করার জন্য প্রথমে লক্ষ্য করা দরকার যে, অন্য নানাবিধ আইন কখন থেকে কিভাবে শুরু হয়- এর ক্রমবিকাশের ইতিহাস আইন দার্শনিকরা কি বর্ণনা করেন এবং কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করে বর্তমান মঞ্জিলে এসে পৌঁছেছে। আরো লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এর উপকরণ-উপাদান কোত্থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কোন্ কোন্ কারণ পরম্পরা এর একেবারে ভ্রূণযুগ থেকে নিয়ে এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত এর সাজানো গোছানোতে এবং এর এই বর্তমান রূপ দিতে অংশগ্রহণ করেছে।

এইরূপ এও জানা দরকার যে, কোরআন মজিদ ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ধারা কি বর্ণনা করে- কখন থেকে এর শুরু, কোত্থেকে এর মালমশলা লাভ করা হয়েছে- কি কি প্রয়োজন এর পূর্ণতাবিধানে অংশগ্রহণ করেছে আর কখন এ পূর্ণতার শেষ মঞ্জিলে এসে প্রবেশ করেছে।

আইন দর্শনের আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ ইসলাম বিবর্জিত আইনের ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, খুঁটিনাটি মতভেদগুলিকে বাদ দিয়ে তাদের সম্মিলিত

www.amarboi.org

বর্ণনা যা এসে দাঁড়ায় তার সংক্ষিপ্তসার এই যে, পরিবার ও গোষ্ঠীর অস্তিত্বের সাথে সাথেই দুনিয়ায় আইনের অস্তিত্ব। ব্যক্তি বা পরিবারগুলি লালসা ও স্বার্থপরতার প্রেরণায় একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং অধিকার রক্ষার সাধারণ প্রেরণা লোকদের মধ্যে আইনের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগায়। পরিবার ও গোষ্ঠীগুলির রসম-রেওয়াজ ও প্রথা এই আইনের মালমশলা যোগায় এবং পরিবারের মুরুব্বি বা গোষ্ঠীর প্রধান যে কোন প্রচলিত প্রথাকে নিজের নির্দেশ বা মঞ্জুরি (Sanction) দ্বারা আইনের মর্যাদা দান করেন। আইন দর্শনের এইসব বিশেষজ্ঞদের মতে মানব সমাজের শৈশবে এই আইন এইরূপে ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন পরিবার ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর আইন স্বতন্ত্রভাবে উন্নতি লাভ করতে থাকে। তারপর ক্রমে সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়-বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এইরূপে বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্মিলিত হয়ে রাষ্ট্ররূপ ধারণ করে। এখান থেকে এই আইন উন্নতির দ্বিতীয় ধাপে উঠে। এই সময় এইরূপ রাষ্ট্রের অন্তর্গত পরিবার ও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে একটা ঐক্য ও সমতা আসে। রাষ্ট্র স্বভাবত:ই তার দৃঢ়তা, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব চায়। নিজ সমতা বেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন পরিবার ও গোষ্ঠীর আইন ও প্রথার মধ্যে বিভিন্নতা ও অনৈক্য দেখতে পেয়ে রাষ্ট্র তার মজবুতি ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিভিন্নতা ও অনৈক্য দূর করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সুতরাং এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে এইসব পরিবারভিত্তিক ও গোষ্ঠীভিত্তিক আইনগুলোকে এমন এক নিয়মশৃঙ্খলার রূপ দেয় যাতে পুরা জাতির জন্য তা সমান ও সাধারণ আইনে পরিণত হয়।

ইহার ক্রমবিকাশের তৃতীয় স্তর সম্বন্ধে এই বলা হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিভিন্ন জাতির আইনে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা দূর করার একটা প্রবণতাও সৃষ্টি হয়ে যায়। আইন দার্শনিকদের দাবী যে, এখন আইনের ভিত্তি প্রথা ও রসম-রেওয়াজের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদের উপর রাখা হচ্ছে এবং এই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি সুবিচার, সাম্য, দয়া ও মানবতার বিশ্বজনীন নীতি। এখন দেখা দরকার এই দাবীর উপর আইন দর্শন ও আইন প্রণয়ন কতখানি সাফল্য লাভ করেছে এবং কতখানি সম্ভাবনা আছে।

www.amarboi.org

মিশরের সুবিখ্যাত আইনবিদ ও ভূতপূর্ব জজ ডক্টর আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ আধুনিক আইনের ক্রমবিকাশের আর একটি দিক সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন-

মানুষের মনগড়া আইন অতি সাধারণ অবস্থা থেকে এবং খুবই সীমাবদ্ধ নীতিনিয়মের সাথে সেই লোকমণ্ডলীর বা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যারা একে তৈরি করেছে ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। তারপর সমাজের প্রয়োজন যত বেড়েছে ও যত বিভিন্ন প্রকারের হয়েছে এবং জ্ঞান, বিদ্যা, সাহিত্য ও চিন্তা গবেষণায় যত উন্নতি হয়েছে তার সাথে সাথে আইনেও পরিবর্তন হয়ে আসছে। নতুন নতুন নীতি নিয়ম তৈরি হয়েছে এবং ধারণায় ও মতবাদে ক্রমাগত সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা এসেছে। রচিত আইনের দৃষ্টান্ত একটি শিশুর মতো ছোট্ট ও দুর্বলরূপে পয়দা হয়ে ধীরে ধীরে সে শক্তি পায় এবং বড় হয়। এইরূপে একদিন পূর্ণ যৌবনে এসে পৌঁছে। রচিত আইনের ক্রমোন্নতির ও এই গতি; সে সেই সমাজের পিছনে পিছনে চলে যে সমাজের মধ্যে এর সৃষ্টি। যদি সমাজের মধ্যে দ্রুতগতিতে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং দ্রুতগতিতে সমাজ অগ্রসর হতে থাকে তবে আইনও সেই অনুযায়ী দ্রুত গতিতে ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করতে থাকে। পক্ষান্তরে সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের গতি মন্থর হলে এই অবস্থা আইনেরও হয়। এইরূপে রচিত আইন তার সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির ব্যাপারে তার স্রষ্টা সমাজের অনুগ্রহের অধীন, এবং সমাজ তার প্রয়োজনের চাহিদা অনুযায়ী তাকে গড়ে তোলে। এইভাবে আইন-তার জীবন, তার উন্নতি ও পরিবর্তন- সবই তার সমাজের সাথে জড়িত।”

মানুষের মনগড়া আইনের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি এবং যুগে যুগে এর পরিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা এখানে দেয়া হল। এতে স্পষ্টরূপে একথা জানা যায় যে, ঐ সমস্ত আইনের রূপ তার শুরুতে বর্তমান রূপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন পরিবর্তনের পরে তা বর্তমানরূপে এসে পৌঁছেছে এবং এইসব পরিবর্তনও খুব ধীরে ধীরে এবং হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে হয়েছে।

www.amarboi.org

ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস

কোরআন মজিদের বর্ণনায় ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এইভাবে পাওয়া যায় যে, মানুষ যখন থেকে দুনিয়ায় পা রাখে সেই সময় থেকেই এই আইনের শুরু। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম (আ:)। তিনি বিশ্বমানবের আদি পিতা এবং তিনিই আল্লাহতায়ালার সর্বপ্রথম রাসূল। আল্লাহ্ তাকে ইসলামী আইনের সেইসব কথা বলেছেন যা সেই সময়ের মানুষের জন্য প্রয়োজন ছিল। কোরআন মজিদ একথার স্পষ্ট বর্ণনা দেয় যে, মানুষ সঠিক জীবন যাপন করার জন্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা লাভের জন্য আল্লাহর দেয়া হেদায়াত ও জীবন ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী। ইহা ব্যতীত তাদের যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতার ক্রমবিকাশ তরবিয়াত বা সুষ্ঠতা লাভ এবং জীবনের পূর্ণতা লাভ হতে পারতো না- এর অভাবে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সারাটি জীবনে নেমে আসত বিরাট অশান্তি ও ব্যর্থতা।

যদিও হযরত আদমের (আ:) সময়ের সকল শিক্ষা, নির্দেশাবলী ও বিধি-ব্যবস্থা বিস্তারিতরূপে কোরআনে বর্ণনা করা হয় নাই- কারণ কোরআন মজিদ আল্লাহতায়ালার শেষ কিতাব এবং ইসলামী জ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব ও বিধানকে তার পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে পেশ করে, কাজেই আদম (আ:)-এর সে সময়ের বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে দেয়ার প্রয়োজন নাই। তবুও স্থানে স্থানে কতক সেইসব কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যা হযরত আদম (আ:) এবং তাঁর সন্তানদিগকে শিখানো হয়েছিল। এইসব বিষয় মোটামুটি কিছুটা আলোচনা করলেও এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামী জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ও ইসলামী আইনের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা সমতা ও ঐক্য রয়েছে। তার রূপ ও প্রকৃতি শুরু থেকেই এমন যে, তার উপর একটি সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত বা জীবন বিধান ও আইন কানুনের নিখুঁত ইমারত নির্মিত হওয়া সম্ভব ও বাস্তব সম্মত।

আকায়েদ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কিত সে সময়ের যে সকল বিষয়ের প্রতি কোরআন ইংগিত দেয় সেগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি বিষয় সূরায়ে বাকারার ৩০-৩৮ পর্যন্ত আয়াত হতে গ্রহণ করে দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে পেশ করা হচ্ছে-

১. মানুষকে আল্লাহ এই দুনিয়ায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী করে ছেড়ে দেন নাই বরং তাকে নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। যতটুকু স্বাধীনতা

www.amarboi.org

তাকে দেয়া হয়েছে তাও তার নিজস্ব নয় এবং তার অর্জিতও নয় বরং আল্লাহতায়ালারই দেয়া। এইজন্য তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সে তার এই এখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও আইন-কানুনের মধ্যে ব্যবহার করবে- বল্গাহীন ও স্বেচ্ছাচারীরূপে নয়- নতুবা মানুষ নানারূপ অশান্তি, রক্তপাত ও ফেতনা ফাসাদের মধ্যে পতিত হবে।

২. আল্লাহ তাঁর নিজের নির্দেশাবলী ও আইন-কানুন সম্বন্ধে মানবজাতিকে অবহিত রাখার জন্য নবী ও রাসূল পাঠান। যাতে প্রতিটি মানুষ খেলাফতের দায়িত্ব সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করতে পারে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নবী-রাসূলগণ থেকেকেই হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন লাভ হতে পারে।

৩. আদম (আ:) ও তাঁর সন্তানদের জন্য সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রু ইবলিস ও তার আওলাদ। ইবলিস আদমকে আল্লাহতায়ালার একটি নির্দেশ অমান্য করার জন্য প্ররোচনা দেয়- যার কারণে তাকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়। এরপর আদম সন্তানের সাথে ইবলিসের হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তার অনবরত চেষ্টা যাতে আদম সন্তানও জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকে। শয়তানের এই হিংসা ও স্থায়ী শত্রুতার কারণে আদম সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য, এই স্পষ্ট শত্রু থেকে সব সময়ে সতর্ক থাকা। যদি কখনও কেউ শয়তানের উস্কানী ও ফুসলানিতে আল্লাহতায়ালার কোন নির্দেশ অমান্য করে ফেলে তবে যেন তখনই সেই-নাফরমানী থেকে ফিরে আসে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়।

৪. এই পৃথিবী মানব জাতির জন্য একটি পরীক্ষাগার। এখানে আল্লাহতায়ালা মানুষের কাছ থেকে তাঁর আনুগত্য, তাঁর বন্দেগী ও তাঁর হুকুম নির্দেশের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী দাবী করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে অবসর ও সুযোগ দিয়েছেন তাঁর এই বন্দেগী ও আনুগত্যের পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে। আখেরাতে কৃতকার্য ও সফলকাম শুধু সেই হবে যে এই পার্থিবজীবনে শয়তানের সকল শয়তানী ও ফেতনা ফেরেব সত্ত্বেও আল্লাহতায়ালার আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর উপর মজবুত হয়ে লেগে থাকবে।

৫. এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে নিজেকে শয়তানের সর্বপ্রকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার একমাত্র পথ সর্বাবস্থায় আল্লাহতায়ালার দেয়া হেদায়াতের উপর কায়েম থাকা।

www.amarboi.org

যারা আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত পথের উপর দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকবে তাদের জন্য আল্লাহর এই ওয়াদা যে, তাঁরা পরিণামে সেই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে যেখান থেকে হযরত আদম (আ:)কে এই দুনিয়ার বুকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর খলীফা রূপে তারপর তাদের জন্য না থাকবে কোন রকম আশঙ্কা আর না থাকবে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা।

কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও তার বংশধরদিগকে খোদায়ী বিধি বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কীয় এইসব নীতিগত হেদায়াত (Instructions) দেয়া হয়েছিল। এইসব নীতিগত হেদায়াত ব্যতীত 'সূরা মায়েদার' ২৭-৩১ পর্যন্ত আয়াতে হযরত আদমের (আ:) দুই ছেলের একটি ঘটনাও বর্ণনা হয়েছে। এথেকে আনুসঙ্গিকভাবে এই শরিয়তের কয়েকটি আইন সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে যা এই প্রাথমিকযুগে আল্লাহতায়ালা আদম সন্তানের জন্য অবতীর্ণ করেছিলেন। এইসব আয়াত থেকে গ্রহণ করে এই শরিয়তের কয়েকটি নিয়ম নির্দেশও এখানে পেশ করছি।

- আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পশু কোরবানী করা হত, আর এই কোরবানী সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, এ শুধু তাদেরই কবুল হয় যারা খোদাভীরু।

- মানুষ হত্যা একটা বড় গুনাহ্ এবং সমাজের একটি বড় রকমের অপরাধও। আদম (আ:)-এর একটি ছেলে যখন হিংসায় জর্জরিত হয়ে তার এক ভাইকে হত্যার সংকল্প করে তার উপর আক্রমণ করতে চায় তখন তার ভাই তাকে বলে যে, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার; কিন্তু আমি হত্যার নিয়তে তোমাকে আক্রমণ করব না কারণ আমি আল্লাহকে ভয় করি। তারপর যখন সেই আক্রমণকারী ভাই তার হিংসাবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে ভাইকে হত্যা করেই ফেলল তখন আইনের ভয়ে মৃতদেহকে গোপন করারও চেষ্টা করল।

-এই আইনও তখন ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় আক্রমণকারী নিহত হয় তবে তার মৃত্যুর জন্য আত্মরক্ষাকারী দায়ী নয়।

হযরত আদমের (আ:) পরে আল্লাহতায়ালার একের পর এক তাঁর নবী ও রাসূল পাঠাতে থাকেন যাঁরা লোকদেরকে তাঁর বিধি বিধান ও আদেশ নির্দেশ জানাতে থাকেন। কোরআনের বর্ণনা এই যে, এইসব আদেশ নির্দেশ নীতি ও তত্ত্বের দিক

www.amarboi.org

দিয়ে সম্পূর্ণরূপে একই ধরনের ছিল। হ্যাঁ এটা অবশ্যই হয়েছিল যে, মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে যে গতিতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে সেই গতিতে এইসব আইন-কানুন ও আল্লাহর তরফ থেকেই ব্যাপকতা ও ক্রমবিকাশ হতে থাকে। এই ব্যাপকতা ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহতায়ালা কর্তৃক পূর্ববর্তী নির্দেশ বদলিয়ে দেন অথবা মনছুখ (Omit) করেন অর্থাৎ উঠিয়ে দেন। এই সিলসিলা খাতেমান্নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা:) পর্যন্ত জারী থাকে। অবশেষে আল্লাহতায়ালার এই শেষ নবীর মারফতে মানবজাতির জন্য ইসলামী আইন ও ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতা বিধান হয়।

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا*

এই পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী আইন রসূলে করীম (সা:) এর জীবনকালেই তাঁরই হাতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্ষেত্রে এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রূপায়িত হয়।

এই আইন কোন একটি মানবমণ্ডলী, একটি জাতি বা একটি রাষ্ট্রের জন্য আসে নাই, বরং ইহা সমানভাবে সমগ্র জাতির জন্য ইসলামী আইন বিশ্বজনীন আইন। আইনবিদগণ এরূপ আইনের সম্ভাবনার একটা ধারণা ও কল্পনা হয়ত করতে পারেন কিন্তু বাস্তবে আনতে পারেন না। সকল যুগের সকল অবস্থার সকল রকমের সমস্যার সমাধান এর মধ্যে রয়েছে। কালের গতিশীল নিত্যনতুন সকল প্রকার ঘটনায় পথ প্রদর্শন করার যোগ্যতাও এর আছে- এত ব্যাপক ও সম্প্রসারণযোগ্য এই ইসলামী আইন। মনগড়া আইনের মত স্থিতিহীনতা এতে নেই। আল্লাহর সৃষ্টি এই প্রকৃতি জগতের অন্তর্নিহিত আইন কানুন যেমন পরিবর্তনশীল নয় তেমনি আল্লাহতায়ালার দেয়া শারয়ী জীবনবিধানও পরিবর্তনশীল নয়-

لاَ تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ

মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূলে এই ইসলামী আইন। এই আইন মানব স্বভাবের সত্যিকারের পথ নির্দেশক। আল্লাহতায়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতা ব্যাপক ও অসীম। তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন নয় সার্বজনীন ও সকল যুগের উপযোগী ও কার্যকরি আইন-কানুন দেয়া। মানুষ ভবিষ্যতের অবস্থা জানে না। কাজেই তাদের মনগড়া

www.amarboi.org

আইন ও নীতি এমন সব অনাগত অবস্থার জন্য ব্যাপক হতে পারে না। যা বর্তমানে সম্ভবপর বলেও মনে হয় না।

ইসলামী শরিয়ত প্রথম থেকেই যেসব বিষয়ে সমাধান দিয়েছে যার শুধু সন্ধানটুকু মাত্র এতদিন পরে মানুষের কাছে ধরা পড়েছে। আর তা বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। ইসলামী আইন তার বুকের মধ্যে এমন সব বিভিন্ন নীতি ও থিওরীর মণিমুক্তা ধারণ করে আছে যার কল্পনাও এখন পর্যন্ত আধুনিক আইনবিদগণ করতে পারেন নি। তাঁরা যে রকমের নীতি আজ আকাঙ্ক্ষা মাত্র করছেন এবং যার অস্তিত্ব আইনে থাকার কামনা করছেন সে সবই ইসলামী আইনে আগে থেকেই মওজুদ রয়েছে।

ইসলামী আইন ও অন্যান্য আইনের নীতিগত তুলনা

এই দুই প্রকার আইনের ক্রমবিকাশের ধারা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুলির নীতিগত ও তুলনামূলক আলোচনা করলে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে-

১. মানুষের মনগড়া আইনের কার্যত আইনরূপে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পরিবারের মুরুব্বি বা গোষ্ঠীপ্রধানের মঞ্জুরী লাভের উপর অথবা কোন আদালতের উহার উপর আমল করার উপর অথবা কোন গভর্নমেন্টের উহা আইনরূপে মেনে নেয়ার উপর। এর কোন একটি যদি লাভ করতে না পারে তবে কোন আইনের আইনে পরিণত হওয়াই সম্ভবপর নয়। (Salmond's Jurisprudene)। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনের 'আইনের মর্যাদালাভ' করা- এসব কিছুরই মুখাপেক্ষী নয়। সর্বাবস্থায় উহা আইন- কোন আদালত-এর উপর আমল করুক বা না করুক- কোন সরকার একে মেনে নিক বা না নিক। এ আইন বিশ্বের প্রকৃত মালিক ও প্রকৃত শাসনকর্তার আইন। কোন আদালত বা কোন সরকার একে না মানলেও এর আইন হওয়ার কোনই ব্যতিক্রম হয় না। বরং খোদ আদালত এবং সরকারই প্রকৃতপক্ষে আইন অমান্য করলে তাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আদালতে আখিরাত সেজন্য প্রস্তুত থাকবে। এজন্যই কোরআন মজিদে বলা হয়েছে:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

www.amarboi.org

এমনকি هُمُ الْكَافِرُوْنَ ও هُمُ الظَّالِمُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন মোতাবেক ফয়সালা করেনা তারা নাফরমান- আইন অমান্যকারী বিদ্রোহী ও জালেম। এখানে চিরায়ত নীতিনৈতিকতার কথা বলা হয়েছে। কোন আদালত বা সরকার মদকে হালাল বলতে পারে না। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি হত্যা ধর্ষণকে বৈধতা দিতে পারে না। হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলতে পারেনা।

ইসলামের আইনের যে নামকরণ করা হয়েছে সে সব নামের ভিতর দিয়েও এই তত্ত্ব প্রকাশ পায়। ইসলামী আইনের জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে একটি শব্দ 'কিতাব'- এর অর্থ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আর একটি শব্দ سُنَّة এর অর্থ مَا سَنَّهُ النَّبِيُّ যা নবী (সাঃ) নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর একটি মশহুর শব্দ شَرِيْعَة শরিয়াত যার অর্থ مَا شَرَعَهُ اللّٰهُ لَنَا যা আল্লাহ আমাদের জন্য জীবন চলার পথরূপে ঠিক করে দিয়েছেন: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ) এইরূপ অন্যান্য শব্দেও এই ভাবই প্রকাশ পায়।

২. ইসলামী আইন কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হওয়ার কারণে খুবই পবিত্র ও সম্মানিত বলে মানা হয়। প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের ইহা বুনিয়াদ। এ না মানলে তার ঈমানই সঠিক হয় না। এই আইন যিনি দিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমানের এই আকিদা বিশ্বাস যে, মনের অন্তর্নিহিত সকল গোপন কথা এবং নির্জন নিরালার সকল গোপনীয় বিষয়ও তাঁর স্পষ্ট জানা। তার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা যদি মনের কোন কোণেও তার নির্দেশ থেকে সরে থাকার একটু ভাবও গোপন ওয়াসওয়াসাও থাকে ত তার খবরও তিনি রাখেন। এ ব্যতীত তার সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে এ বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহতায়ালার রেজা ও সন্তুষ্টি লাভ, তাঁর দেয়া এই নির্দেশনা না মেনে হতেই পারে না। এ বিশ্বাসও প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে থাকে যে, এই ইসলামী আইনকে মেনে চলার মধ্যেই তার দুনিয়ার ও আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তি। কিন্তু মানুষের মনগড়া আইনের প্রতি ভক্তি ও পবিত্রতার এইরূপ কোন ভাবই নেই। এই আইন মানুষের ঈমানের অংশ হয় না। এর সম্বন্ধে এ ধারণাও হয় না যে, যিনি বা যাঁরা এই আইন দিয়েছেন তিনি বা তাঁরা একে মেনে চলা বা না চলা দেখছেনও। এই আইনের সাথে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি বা জান্নাত ও জাহান্নামের কোন ধারণা থাকে না।

www.amarboi.org

৩. মনগড়া আইনের মূল কার্যকারিতা মানুষের জীবনে শুধু নেতিবাচক (Negative)। এই আইনের বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা অনুযায়ী লোকদের পরস্পরের প্রতি অন্যায় অনাচারকে রোধ করে তাদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করা এর কাজ। মানুষের মধ্যে যদি এই অন্যায় অনাচার না ঘটত তবে এই আইনের কোন প্রয়োজনই হতো না। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন তার নিজের প্রয়োজনীয়তা শুধু মানুষের পরস্পরের অত্যাচার অনাচার রোধ করারই নির্দেশ দেয় না বরং তার মহৎ ও মহান কাজ মানুষের মানবতার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ও পথ প্রদর্শন বলেও ঘোষণা করে। এর দাবী এই যে, মানুষ তার জীবনকে ব্যক্তিগতই হোক বা সমষ্টিগত সুন্দর, উন্নত ও পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য এর মুখাপেক্ষী। এ ব্যতীত মানুষের যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতার সঠিক তারবিয়াত ও উন্নয়ন সম্ভবই নয়। ইসলামী আইন শুধু প্রচলিত দিওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের ধারাসমূহ সম্বলিতই নয় বরং এর সাথে 'তাহারাত' (অজু গোসল ইত্যাদি) ও 'ইবাদতে'র নিয়ম-কানুনও এতে আছে,- চরিত্র গঠনের ও আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলীও এতে রয়েছে। তাছাড়া সমষ্টিগত ও সামাজিক সংশোধন ও সৌষ্ঠব সাধনের নীতি-পদ্ধতি এবং এসব বিষয়ে আইন-কানুনও এর মধ্যে আছে। অন্যান্য আইনে যদি এরূপ কিছু আসেও, তা পরে এতে নিয়ে আসা হয় এবং তা তার নিজস্ব স্বভাবের বাহিরে থেকে আনা হয়; কিন্তু ইসলামী আইনে এ সবই তার নিজস্ব স্বভাবের চাহিদা হিসাবেই থাকে। জীবনের সকল দিকের সকল অবস্থাকে সৎ ও সুন্দর করে গড়ে তোলায় ইসলামী আইনের কার্যকারিতা অপরিসীম এবং নেতিবাচকের তুলনায় বেশি ইতিবাচক (Positive)। একটি সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় বেশি ব্যাপক দায়িত্ব রাখে। তাকে সর্বসাধারণের জীবনের সেইসব দিকের উপরও দৃষ্টি রাখতে হয় যা সাধারণত: এ জামানায়ও সরকারের তত্ত্বাবধানের বাইরে বলে মনে করা হয়। ইসলামী আইনের ব্যাপকতা ও সর্বাঙ্গীনতাই এর কারণ।

৪. বস্তু সভ্যতার ভিত্তিতে রচিত আইনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, উহার মূল বুনিয়াদী মাল-মশলা হলো প্রচলন অভ্যাস, প্রথা ও রসম-রেওয়াজ। পরিবারগুলিতেও গোষ্ঠী সমূহে যে সব বিষয় প্রচলন ও প্রথায় পরিণত হয়ে আসছে সেগুলিই প্রয়োজনের সময় আইনের মর্যাদা লাভ করে নিয়েছে। এতে বিজ্ঞানসম্মত ও দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণ পরবর্তীকালের উন্নতিতে

www.amarboi.org

হয়েছে। এর প্রাথমিক মাল-মশলায় বংশগত ও গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য ও গোড়ামীর সংকীর্ণতা মিলিত রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে এ বিষয়ে দাবী করা হয়েছে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে একে দয়া, সুবিচার, সাম্য ও মানবতার বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। এর অর্থ অন্য কথায় এই যে, এর অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সংযোগ নেই এবং এর ভবিষ্যত সম্বন্ধেও আন্দাজ করা মুশকিল যে, পরে কি রূপ ধারণ করবে।

এর বিপরীত ইসলামী আইন তার প্রথম দিন থেকেই মানব প্রকৃতির ও তার স্রষ্টার দেয়া বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে বংশ ও গোষ্ঠীর প্রবণতা ও গোড়ামীর কোন স্থান নেই। প্রথা ও রেওয়াজের যেটুকু এতে আছে তা শুধু একটি সীমাবদ্ধ কোণে মাত্র। আর তাও এই শর্তের সাথে রাখা হয়েছে যে, তা খোদা ও রাসূলের কোন হেদায়াতের বিপরীত না হয়। এর অতীত ও বর্তমানে গভীর সম্বন্ধ এবং ভবিষ্যতে এর ক্রমোন্নতির ধারাও সুনির্দিষ্ট। বস্তু সভ্যতার আইন ইনসাফ, সাম্য, দয়াদরদ ও মানবতার যে উচ্চস্তরে এখন পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে ইসলামী আইনের প্রথম পদক্ষেপ সেইখান থেকেই উঠেছে বরং এ কথাও বলা অসঙ্গত হবে না যে, বস্তুগত আইন যদি তার এই আকাঙ্ক্ষার উচ্চস্তরে পৌঁছতে কৃতকার্য হয় তবে যেদিন এর এই সফলতা লাভ হবে সেদিন এই আইনও ইসলামী আইনেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

৫. আইনের মধ্যে ঐক্য ও এক রং হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া আইনের মূল উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার কাজ পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু বস্তুনির্ভর আইন সম্বন্ধে পূর্বেই একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এতে সে ঐক্য ও একভাব একেত নাই আর যদি বা কিছুটা আছে তা এর নিজস্ব প্রকৃতি নয় বরং কৃত্রিমভাবে রাষ্ট্র নিজের সুবিধার খাতিরে তৈরি করে নেয়ার চেষ্টা করছে। এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য জোর দিচ্ছে যে, বিভিন্ন জাতির আইনে যে বিভেদ রয়েছে তা দূর হোক এবং এতে এক রূপ ও এক রং সৃষ্টি হোক।

ইসলামী আইনের উৎস যেহেতু বংশ ও গোত্রের জাহেলী ঐতিহ্য, তাদের রসম-রেওয়াজ ও আদত-অভ্যাস নয় বরং এ আইন একমাত্র আল্লাহতায়ালার দেয়া শরীয়ত, এই জন্য এই আইনের মধ্যে ঐক্য ও এক ভাবাপন্ন হওয়া ইহার নিজের প্রকৃতিগত। আল্লাহতায়ালা তার সমস্ত নবীদেরকে একই আইন ও একই শরীয়ত

www.amarboi.org

দান করেছেন। কোরআন ইসলামী আইনের এই এক রূপ হওয়ার বিষয় সূরা শুরার ১৩ আয়াতে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছে-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই জীবন ব্যবস্থাকেই জীবনযাপনের পথরূপে নির্ধারিত করে দিয়েছেন যার নির্দেশ দিয়েছেন নূহকে আর হে নবী যা ওহী দিয়েছি তোমার কাছে আর যার নির্দেশ দিয়েছি ইবরাহিমকে এবং মুসা ও ঈসাকে যে, তোমরা কায়েম কর এই দ্বীনকে আর এতে মতভেদ করোনা।"

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবী (আ:)-এর শরিয়ত যেহেতু একই উৎস অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নিকট হতে এসেছে কাজেই মূলগতভাবেও নীতিগতভাবে এর মধ্যে পূর্ণ ঐক্য রয়েছে।

ইসলামী আইন ও বস্তু সভ্যতার ভিত্তিতে রচিত আইনের বুনিয়াদী পার্থক্য

বস্তু সভ্যতার ভিত্তিতে রচিত আইন ও ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস এবং এদের নীতিগত তুলনামূলক আলোচনা যা দেয়া হল তা থেকে এ দুয়ের বুনিয়াদী পার্থক্য ও ইসলামী আইনের বৈশিষ্টগুলি স্পষ্টরূপে বুঝতে কোন অসুবিধা থাকে না।

১. বস্তুনির্ভর আইন যেহেতু মানুষের চিন্তা-চেতনায় তৈরি আর ইসলামের আইন আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ কাজেই বস্তু নির্ভর আইনে মানুষের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অসহায়তা এবং জ্ঞান বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এই জন্যই এই আইন স্থিতিশীল হতে পারে না- সব সময়েই এর রদবদল হতে থাকে। যখনই সমাজে এমন কোন পরিবর্তন আসে যার ধারণাও করা হয়নি অথবা কোন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়- যা এর আগে কল্পনাও করা হয়নি তখনই সেই পরিবর্তিত বা নতুন অবস্থানুযায়ী আইনও বদলে যায়। আইন

www.amarboi.org

অবস্থা সম্বন্ধে রচয়িতা পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল না হয়, আইন কিছুতেই পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম- বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু তিনি পূর্ণরূপে জানেন এবং সকল যুগের সকল মানুষের সকল অবস্থার জন্য পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হেদায়াত দেয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর আছে। তাঁর দেয়া ইসলামী আইন ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনা ও সকল অবস্থার জন্যই ব্যাপক হয়ে আছে-এতে পরিবর্তনের কোন অবকাশই নেই। তাই আইন স্থিতিশীল لاَ تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ। এজন্য স্থান ও কালের যতই পরিবর্তন হোক না কেন ইসলামী আইনে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

২. সমাজ নিজেদের সকল ব্যাপারের সুশৃঙ্খলা বিধান ও নিজেদের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যে নিয়ম কানুন রচনা করে সেগুলিই তাদের আইন। কাজেই আইন সমাজের পরে হয় অর্থাৎ এই আইন যদি আজ সমাজের অবস্থার সাথে খাপ খায় ত কাল এই আইন সমাজের পিছনে পড়ে যায়। কারণ আইন এতটা দ্রুতগতিতে বদলাতে পারে না যতটা দ্রুত সমাজ পরিবর্তন আসে। মোটকথা মানব বুদ্ধিনির্ভর রচিত আইন, সমাজের সাময়িক অবস্থার সাথে খাপ খেতে পারে কিন্তু যখনই সমাজের অবস্থা বদলে যায় তখন এরূপ আইনে পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামী শরিয়ত বা ইসলামী আইন সেই সব নিয়ম কানুনের নাম যা আল্লাহতায়ালা সমাজের সকল ব্যাপারের সুশৃঙ্খলার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন এবং এই আইন কানুন সর্বদাই স্থিতিশীল ও কার্যকরী থাকবে। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে না। এইজন্য ইসলামী আইন তার নিজের মধ্যে এমন ব্যাপকতা ও সম্প্রসারণ যোগ্যতা রাখে যে কাল যতই এগিয়ে যাক, সমাজে যতই পরিবর্তন আসুক আর প্রয়োজন যত প্রকারের ও যত সংখ্যায়ই হোক, এ আইন সর্বদাই কার্যকরী থাকবে এবং সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করবে। এইরূপ ইসলামী আইন এবং এর স্পষ্ট বিধানগুলি এত উচ্চস্তরের যে, যে কোন কালে ও যে কোন যুগে সমাজের অবস্থা ও লেভেল থেকে পিছনে পড়ে থাকে না।

৩. মানুষের চিন্তা-চেতনা নির্ভর আইন তৈরি করে সমাজ-আর সমাজ নিজেদের অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে মালমশলা গ্রহণ করে- এ দিয়েই আইনের রূপদান করে। এর মূল কথা এই যে, সামাজিক

www.amarboi.org

ব্যাপারসমূহের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য আইন তৈরি করা হয়। সমাজের পথ প্রদর্শন এবং সঠিক ও সত্যপথের দিকে সমাজের মোড় ফিরিয়ে দেয়া এর উদ্দেশ্য নয়। এইরূপে এই আইন সমাজের পরে এবং সমাজের পরিবর্তনের অধীন। সমাজ আইনকে বদলায় আইন সমাজকে বদলায় না। অন্য কথায় আইন সমাজের তৈরি- সমাজ আইনের তৈরি নয়।

বস্তু সভ্যতার ভিত্তিতে রচিত আইনের মূলরূপ প্রথম দিকে এই ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শতাব্দীতে আরও নির্দিষ্টরূপে বলা চলে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এতে পরিবর্তন এসেছে। এ সময়ে দেখা যায় যে, যে সব গভর্নমেন্ট বিশেষ বিশেষ আন্দোলনের পতাকাবাহী ছিল এবং দুনিয়ার সামনে নতুন বিধান বা নতুন মতবাদ পেশ করেছিল তারা আইনের দ্বারা দেশের জনসাধারণের রোখ বদলিয়ে দেয়ার কাজও করেছে।

এবং তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আইনকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছে। যেমন, কমিউনিস্ট রাশিয়া, মুস্তফা কামালের তুরস্ক, ফ্যাসিস্ট ইটালী, নাজী, জার্মান। তারপর ক্রমে আরও কোন কোন দেশের সরকারও এই নীতি গ্রহণ করে। এমনকি বর্তমানে সমাজের শৃঙ্খলা বিধান ব্যতীত ক্ষমতায় আসীনদের ইচ্ছামত জনসাধারণের পথ প্রদর্শন ও রোখ পরিবর্তনও আইনের উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইসলামী আইন সম্বন্ধে আমরা জানি যে, ইহা সমাজের সৃষ্টি নয় এবং সমাজের পরিবর্তনের ফলও নয় যেমন ঐ সমস্ত আইনের অবস্থা এবং এ হচ্ছে আল্লাহতায়ালার হেদায়াতের ভিত্তিতে- যিনি সব কিছুই পূর্ণ সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামী আইন শুধু সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্যই তৈরি হয় নাই বরং ইসলামী শরিয়তের প্রথম উদ্দেশ্য যোগ্য ও সৎ ব্যক্তি, এবং যোগ্য ও সৎ সমাজ তৈরি করা। আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ জগত গড়ে তোলা। এই কারণেই এর স্পষ্ট বিধানগুলি শুধু এর অবতরণ কালের দুনিয়া ও উহার লেভেলের চেয়েই উর্ধ্বে নয়, বর্তমান দুনিয়ার লেভেল থেকেও অনেক উর্ধ্বে। এতে এমন সব নীতি ও থিওরী পেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত গায়ের ইসলামী দুনিয়া বহু শতাব্দী পরে পৌঁছতে পেরেছে। বরং বহু এমন থিওরীও এতে রয়েছে যেগুলি পর্যন্ত দুনিয়ার মস্তিষ্ক আজ পর্যন্তও পৌছতে পারে নাই। মানুষের জন্য

www.amarboi.org

এমন চিরন্তন, শাশ্বত সত্য ও নিখুঁত বিধান দেয়ার দায়িত্ব একমাত্র রহিম রহমান আল্লাহতায়ালাই নিতে পারেন। তাই তিনি এই মহান দায়িত্ব নিয়েছেন।

ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত কথায় মানব সমাজের জন্য পূর্ণ নিখুঁত বিধান হওয়া, স্থান কাল পত্র বিশেষের উর্ধ্বে সাবজনীনতা, মানব সমাজের যে কোন স্তরের সাথে সামঞ্জস্যশীলতা, মানব সমাজের জন্য চির কল্যাণের পথ প্রদর্শনের যোগ্যতা এবং সর্বকালের উপযোগী ব্যাপকতা ও সম্প্রসারণযোগ্যতা।

আধুনিক আইন দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ইসলামী আইনের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করার সাথে আধুনিক আইন দর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার, যাতে ইসলামী আইনের মূল্যবোধ স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

বিখ্যাত বিচারপতি লর্ড রাইট (Lord Wright) বলেন- "আইন সম্বন্ধে আমি আমার সকল অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন চিন্তা ও গবেষণার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আর এর উপর আমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, আইনের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ইনসাফের সন্ধান।" (Interpretation of modern legal philosophies)।

এখন প্রশ্ন আসে যে, ইনসাফ আসলে কি? এর উত্তর দেয়া আইন দর্শনেরই দায়িত্ব। W. Friedman বলেন: "ইনসাফের চাহিদা অনুযায়ী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও মতাদর্শের রূপদান করাও সেইসব উপায় উপকরণ তৈরি করা যার অধীনে এই মতাদর্শ একটি আইন বিধানের মারফত সামাজিক বাস্তবের রূপ ধারণ করতে পারে- এটাই আইন দর্শনের সেই করণীয় কাজ যা সমাধা করা এর জন্য অতি প্রয়োজন।" (Legal Theory)

আইন দর্শনের এই কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এখন দেখা দরকার যে আইন দর্শনের আধুনিক প্রবণতা কি?

আধুনিক আইন দর্শনের একটি মতবাদ হচ্ছে "স্বভাব আইন" (Natural Law)। স্বভাব আইন, বিশ্বজনীন ইনসাফ ও যুক্তি বুদ্ধির চাহিদার সমন্বয়ের অন্য নাম। এইজন্য এইরূপ আইন মানব বুদ্ধির নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে

www.amarboi.org

Positive Law শুধু এইজন্য গ্রহণযোগ্য যে, একে কোন বিশেষ শাসন প্রতিষ্ঠান তার ফরমান জারী করে চালু করে।

রেনেসাঁপূর্ব যুগে (Pre Renaissance period) স্বভাব আইনে ধর্মের প্রভাব খুব ছিল; কিন্তু রেনেসাঁযুগে এবং এর পরবর্তী যুগে এই মতবাদে ধর্মের সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। গোয়েটের নিকট (১৫৮৩-১৬৪৫) এই স্বভাব আইনের বুনিয়াদ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির উপর এবং মানুষের সেই ভিতরের ইচ্ছা ও আগ্রহের উপর যা তাকে সামাজিক জীবন যাপনে প্রেরণা দেয়। এই মতবাদ প্রচলিত হওয়ার সাথেই স্বাভাবিক অধিকারের (Natural rights) চাহিদা ও থিওরীগুলিও এক এক করে চারা দিয়ে উঠে। ফরাসী বিপ্লব তার শ্লোগান এই মতবাদ থেকেই লাভ করে এবং অষ্টাদশ শতকে যখন আমেরিকার শাসনতন্ত্র গঠন হয় তখন এতে বেশিরভাগ এই Natural law'র মতবাদের প্রাণবস্তু ভরে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এই যুগ এই মতবাদের স্বর্ণযুগ। 'Boden Heimor' তার Jurisprudence গ্রন্থে বলেন যে, "আমেরিকান চিন্তা প্রতিষ্ঠানগুলির (Thoughts Institutions) নতুন রূপায়নে অন্য কোন আইন দর্শন এতটা অংশগ্রহণ করে নাই যতটা অংশ এ ব্যাপারে নিয়েছে Natural law এর মতবাদের এই বিশেষ রূপ ও গঠনাকৃতি, যা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে দুনিয়ায় প্রচলিত ছিল।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Natural law-এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়ার লক্ষণও দেখা যায়। এই সময়ে বেশি জোর আইনের ব্যবহারিক বিষয় বা বস্তুগত সংস্কারের উপর দেয়া হয়। চেম্বারস্ ইনসাইক্লোপেডিয়ায় (V-8) আইনের মতবাদ শীর্ষক প্রবন্ধ রচয়িতা লেখেন যে, উনবিংশ শতাব্দী যেখানে আইনকে এক জবরদস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আসন দিয়ে বিরাট উন্নতি দান করে তথায় এই শতাব্দী আইনের উপায় উপকরণ বা মাল-মসলা ও আইনের উদ্দেশ্যাবলী সম্বন্ধেও পূর্ণ মনোযোগ ও পরিশ্রমের সাথে কয়েকটি জ্ঞান-গবেষণাপূর্ণ আবিষ্কার ও মতবাদ আমাদেরকে দান করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে উনবিংশ শতাব্দীর এইসব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই সময়ে এই বুঝ ও অনুভূতি জোরদার হতে থাকে যে, একটি পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আইনবিজ্ঞানের ধারণা শুধু একটি কল্পনাবিলাস মাত্র। এই কারণে

www.amarboi.org

এখন আবার সেই Natural law এর নতুন জীবনদান ও নতুন রূপায়নের চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে।

স্বভাব আইন সম্পর্কীয় সকল মতবাদের বুনিয়াদী ধারণা এই বিশ্বাস বলে মনে হয় যে, যে কোনও সমাজের ব্যক্তিদের জন্য আইনের অস্তিত্ব জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে শামিল। আর যেহেতু মানুষ যুক্তিবাদী সত্তা এজন্য তার আইনকেও মানব স্বভাবের চাহিদানুযায়ী যুক্তি বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। স্বভাব আইন সম্বন্ধে সুধী মহলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ধারণা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে দেখা যায়- একটি এই ধারণা যে, সমগ্র মানব জাতি একটি বিশ্বজনীন বিধানের রায়তপ্রজা আর অন্যটি হচ্ছে এই যে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করার যোগ্য নয়।

কিন্তু উর্বর মস্তিষ্কসমূহের চিন্তার উৎকর্ষতা সত্ত্বেও এই সমস্যা যেমন ছিল তেমনি জটিলতার কুয়াশায় আজও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। W. Eriedman এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার পর নিম্ন সিদ্ধান্ত বের করেছেন।

"স্বভাব আইনের সমস্ত ইতিহাস নিরঙ্কুশ ইনসাফ (Absolute justice) সম্বন্ধে মানুষের জবরদস্ত অথচ নিষ্ফল অনুসন্ধানের কাহিনীতেই পর্যবসিত হয়ে আছে। গত আড়াই হাজার বৎসরে স্বভাব আইনের মতবাদ বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্নরূপে বার বার প্রকাশমান হয়ে গেছে। পুনরায় এ দ্বারা মানব জাতি বার বার Positive law থেকে কোন উচ্চতর ও আদর্শিক আইনকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করেছে; কিন্তু কিছু বিরতির পর খোদ মানুষই এই খেয়ালী আইনকে পরিত্যাগ করেছে এবং এই সমস্যা আবার যেখানের তা সেখানেই রয়ে গেছে। মানবজাতির রাজনৈতিক ও আবাসিক বা সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বভাব আইনের নীতি নিয়মও বদলে গেছে। কিন্তু এইসব দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি বিষয় অবশ্যই সেই একই অবস্থায় রয়ে গেছে আর সেটা হচ্ছে 'বাস্তব আইন' Positive law থেকে কোন উচ্চতর আইন লাভ করার আকাঙ্ক্ষা।" (Legal Theory)

ফ্রাইডম্যানের এই বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ তার অনবরত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও আইনের সঠিক উদ্দেশ্য লাভ করতে এখন পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেনি।

www.amarboi.org

স্বভাব আইনের ব্যর্থতা একটি নতুন School of Thought-এর জন্ম দিয়েছে, যাকে বলা হয় Historical School of thought। এদের বুনিয়াদী ধারণা এই যে, আইনের বিশ্বজনীন নিয়মকানুন জানা একেবারেই অসম্ভব। তাঁরা বলেন যে, আইনের বেশি সম্পর্ক স্থান ও কালের বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রের সাথে। আর এর নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ সমাজের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত ও জিম্মাদার হতে হবে। এই কারণে আইনের জন্য কোন সাধারণ বা বিশ্বজনীন বুনিয়াদ সংগ্রহ করার চেষ্টা সব সময়েই ব্যর্থ ও নিষ্ফলই প্রমাণ হবে।

Kohler-যিনি আইনের ঐতিহাসিক চিন্তাবাদের Historical school of Thought) উন্নতির জন্য খুব বড় কাজ করেছেন- এই মতবাদ পেশ করেন যে, আইন একটি সামাজিক বাস্তবতার নাম আর এ কৃষ্টির উৎপাদন- কৃষ্টিতে যেরূপ স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন আসে তেমনি আইনেও পরিবর্তন এনে দেয়। 'Kohler'-এর মূল চিন্তা উৎস Evolution (ক্রমবিকাশ মত) থিওরি। যখন তিনি এই থিওরির আলোতে আইন দর্শনের যাচাই করেন তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে,

'আইনকে কখনও কোন চিরন্তন বা স্থায়ী ও স্থিতিশীল আসন দেয়া যেতে পারে না। যদি কোন আইন কোন এক কাল বা কোন এক যুগের জন্য অনুকূল ও সঙ্গত ত উহা কখনও অন্য যুগের জন্য সমানভাবে উপযুক্ত হতে পারে না। আমরা শুধু প্রত্যেক কৃষ্টির ধরনকে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্থানে অবস্থানুযায়ী যোগ্যতার আইন তৈরি করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি। কোন বিষয় যদি এক অবস্থার জন্য উপকারী হয় ত উহা অন্য কোন অবস্থার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসকর বলে প্রমাণ হতে পারে। (Kholer Philosophy of law)

উপরোক্ত বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে এটা অনুমান করা যায় যে, আধুনিক মানুষ তাদের আইনের ধারণা সম্বন্ধে কত বিরাট সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে পড়ে আছে। এখন এই অনুভূতি দিনদিন বেড়ে চলছে যে, আধুনিক দর্শনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতা মানুষকে কল্যাণ ও সফলতায় পৌছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে একেবারেই অকৃতকার্য রয়ে গেছে। আর মানুষ দস্তুরমত এই বিশাল বিশ্বের অতলতার মধ্যে বিভ্রান্ত ও ক্লান্ত পেরেশান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অধ্যাপক G.W. Paton তাঁর A Text book of Jurisprudence বইতে লিখেছেন:

www.amarboi.org

'আধুনিক আইন দর্শন এখন পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য মূল্যমান আমাদের সামনে ধরতে পারে নাই এবং ইহা কখন কখন আইনের বুনিয়াদী ব্যবস্থাগত সমস্যাগুলির যে সমাধান আমাদের সামনে রেখেছে তা চিন্তাধারায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া কোন সুফল বের করতে পারে নাই।"

Morris Cohen 'Reason of nature' বইতে বলেন,

"এ যাবত যে সব আদর্শিক মতবাদ পেশ করা হয়েছে সেগুলির কোন একটি মতবাদও না রসমরেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতার দিক দিয়ে এত প্রয়োজন আর না বাস্তবতত্ত্বের দিক দিয়ে এতটা ওজন রাখে যে, তাদ্বারা আমাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সুবিধার কোন একটির পক্ষে কোন ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়তার সাথে প্রকাশ করা যেতে পারে।'

W. Friedman এক দীর্ঘ আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে,

"আমাদের এই জীবনের শেষ পর্যন্ত কি উদ্দেশ্য? এ প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী প্রশ্ন। এর উত্তর দেয়া যেরূপ আমাদের দর্শন বিজ্ঞান, রাজনৈতিক মতবাদ, নীতি বিজ্ঞান ও ধর্মের দায়িত্ব তেমনি আমাদের আইন দর্শনেরও দায়িত্ব। আইন দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাভিত্তিক আন্দোলন এই প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার কয়েকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি চেষ্টা জীবনের কতক বুনিয়াদী মূল্যমানের জটিলতার মধ্যে ঘুরে ফিরে খতম হয়ে গেছে।' ডক্টর ফ্রাইডম্যান তার কিতাবের এক জায়গায় খুবই জোরদার ভাষায় লিখেছেন যে,

"এইসব নানাবিধ প্রচেষ্টার যাচাই করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে ইনসাফের প্রকৃত মান নির্ণয়ের জন্য ধর্মের সাহায্য লাভ করা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই নিষ্ফল এবং ইনসাফের আদর্শ ধারণাকে কার্যত: রূপায়িত করার জন্য ধর্মের দেয়া ভিত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃত ও সবল বুনিয়াদ... ।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই একমাত্র প্রকৃত ও সবল বুনিয়াদ এখন পর্যন্ত আধুনিক পাশ্চাত্যের নাগাল থেকে দূরে পড়ে আছে এবং তাদের সভ্যতার পেন্ডুলাম দস্তুরমত ধর্মহীনতার উপর এদিক ওদিক ঘুরছে, আর হয়ত ভবিষ্যতেও এইরূপ ঘুরতে থাকবে।

পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ক্লান্ত হয়ে হার মেনে এখন এই কথা বলতে শুরু করেছেন, "আইনের সম্পর্ক জীবনের গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে জড়িত- এজন্য

www.amarboi.org

মানুষের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষার অধীনে আইনের গতিহীন অবস্থারও কখন কখন পরিবর্তন হওয়া অপরিহার্য। আইন দর্শনের প্রত্যেকটি সঠিক সমালোচনামান তার নিজের জন্য নৈতিক মূল্যমানের বুনিয়াদ চায়- কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই ব্যাপারে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য মতবাদ গড়ে উঠতে পারে নাই।' (পেন্টাগনের আইন দর্শন দ্রষ্টব্য)

আইন দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য–

আইন দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে আইন কি করে পৌছতে পারে।

অধ্যাপক পন্ড (Pond) বলেন যে, আইনের সাহায্যে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, এর আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক কল্যাণের খেয়াল রাখা এবং মানুষের বিবেকের জন্য অধিকতর স্বাধীনতা সরবরাহ করা অতীতে এইসব রয়েছে আইনের বড় বড় উদ্দেশ্য। কিন্ত এইসব উদ্দেশ্য আইন কি করে পৌছতে পারে তা নির্দিষ্ট করে বলা দেয়া কঠিন। কারণ বিভিন্ন মতবাদপন্থী আমাদের সামনে যে বিভিন্ন আদর্শিক ধারণা পেশ করেছেন তাতে এইসব বিভিন্ন মতবাদ পন্থিগণ এ বিষয়ে বর্তমান পর্যন্ত কোন সন্তুষ্টিজনক মতবাদ সৃষ্টি করতে, কৃতকার্যতা লাভ করে নাই যাতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি লাভ করার যোগ্য করে আইনকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করা যায়।

(বিভিন্ন মতবাদপন্থী চিন্তাবিদদের এই ব্যর্থতার কাহিনী বিস্তারিতভাবে পেশ করা হয়েছে। এখানে তা পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এতটুকু মাত্র বলাই যথেষ্ট যে, আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দেয়া ও এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভ করে কৃতকার্যতার সাথে আইনকে রূপান্তরিত করার সমস্যা আধুনিক আইন চিন্তাবিদদের কাছে সমস্যাই রয়ে গেছে- আরও কতদিন পর্যন্ত এইরূপ থাকবে তাও বলা যায় না।)

ইসলামে আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে পৌছার উপায়ই শুধু জানিয়ে দেয়া হয় নাই- এর মাল-মসলাও সংগ্রহ করে দেয়া

www.amarboi.org

হয়েছে- আর সাথে সাথে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যবস্থাও করে দেয়া হয়েছে– সর্বোপরি আইনের সেই মহান লক্ষ্যে বাস্তবক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে।

কোরআনে বর্ণিত আইনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া দরকার যে, প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইন অর্থ ইসলামী শরিয়ত। আল্লাহতায়ালা রাসূলের মারফত মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তাই শরিয়ত। পূর্ণ শরিয়তই ইসলামী আইন। আধুনিক পরিভাষায় যাকে আইন বলা হয় তা এই শরিয়তের একটি অংশমাত্র। সুতরাং শরিয়তের যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামী আইনেরও ঠিক তাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোরআন শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَكُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"নিশ্চয়ই পাঠিয়েছি আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট দলিল প্রমাণসহ আর নাযিল করেছি তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান যাতে মানুষ ইনসাফের সাথে কায়েম থাকে, আর নাযিল করেছি লৌহ উহাতে আছে শক্তভিত্তি ও মানুষের জন্য বহু উপকারিতা।"

এই আয়াতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য রাসূলের মারফতে যে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই মানুষের তথা মানবসমাজের এই পৃথিবীর বুকে সামগ্রিক ক্ষেত্রে ইনসাফের সাথে কায়েম থাকা। মানব সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাসূল পাঠানো হয়েছে এবং তার সাথে আল কিতাব ও মীযান দেয়া হয়েছে, সাথে আছে মানুষের জন্য জীবনবিধান ও তা প্রতিষ্ঠিত করার লৌহদণ্ড, আরও নাযিল করা হয়েছে এর জন্য শাসনদণ্ড।

কোরআনে ইনসাফ কথাটির জন্য قِسْط কিস্ত ও عَدْل আদল শব্দ দুটি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর বিপরীত বেইনসাফী কথাটি বুঝাবার জন্য ظُلْم জুলুম, عُدْوَان উদ্‌ওয়ান, جُوْر জওর, اعْتِدَاء ই'তিদা ও تَعَدِّي তা'য়াদ্দী শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলির ব্যবহারিক ব্যাখ্যা আলোচনা করলেই বুঝা যায় যে, ইনসাফ কি? ইনসাফ কাকে বলে?

www.amarboi.org

প্রাপ্য হক না দেয়া- যার যে অধিকার আছে সে অধিকার তাকে না দেয়া এবং কারো অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করাকেই জুল্‌ম বলা হয়। যার যার প্রাপ্য হক ও অধিকার তাকে দিয়ে দেয়া এবং কারো অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ না করা ইনসাফ। আবার যেখানে অধিকার আছে সেখানে দায়িত্বও আছে। যার প্রতি যার যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব আদায় করার নামও ইনসাফ আর তা আদায় না করা বেইনসাফি, অবিচার ও জুলুম। এই হক-হকুক ও দায়িত্ব অধিকারের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, নিম্ন সীমাও আছে, উর্ধ্ব সীমাও আছে। এই বিভিন্নরূপ সীমাকে কোরআন শরীফে حُدُوْدُ হুদুদ বলা হয়েছে।

حُدُوْدُ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِه

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন সেই সীমা। এই সীমাই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা। এই সীমা অতিক্রম করাকে কোরআনে عُدْوَان 'উদ্‌ওয়ান' ও যারা এই সীমা অতিক্রম বা লংঘন করে তাদেরকে مُعْتَدُوْن 'মু'তাদুন' বলা হয়েছে। عُدْوَان উদ্‌ওয়ান' ও اعْتِدَاء ই'তিদা শব্দ দুটির অর্থই সীমা অতিক্রম করা। হক-হকুক ও দায়িত্বের যে স্বাভাবিক সীমা আছে তা মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে জানা কঠিন বরং অসম্ভব; কিন্তু আল্লাহ তা সবই জানেন। এই স্বাভাবিক সীমা আল্লাহতায়ালার পূর্ণ ও সঠিক জানা আছে সেই স্বাভাবিক সীমা অনুযায়ী আল্লাহ হেদায়াত ও বিধান নাযিল করেছেন। এ জন্য আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের সীমা মেনে চললে মানব জীবনে ও মানব সমাজে সত্যিকারের ইনসাফ কায়েম হবে আর এই আইনের সীমা লংঘন করলে হবে বেইনসাফী ও জুলুম।

প্রত্যেক মানুষের তার নিজের কাছে অনেক হক বা অধিকার প্রাপ্য আছে। অন্য কথায় নিজের প্রতি নিজের অনেক দায়িত্ব রয়েছে এবং এইসব দায়িত্ব ও অধিকারের সীমাও রয়েছে। এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজের প্রতি দায়িত্ব পালন নিজের প্রতি ইনসাফ আর এই দায়িত্ব ও অধিকারের নির্দিষ্ট নিম্ন সীমার নীচে যাওয়া বা নির্দিষ্ট উর্ধ্ব সীমার উপরে যাওয়া, সোজা কথায়, সীমা লংঘন করা মানুষের নিজের প্রতি বেইনসাফী ও জুলুম। এইরূপ সমাজের ব্যক্তিদের একের অপরের কাছে অধিকার প্রাপ্য আছে এবং একের অন্যের প্রতি দায়িত্বও আছে

www.amarboi.org

এবং এই অধিকার ও দায়িত্বের নির্দিষ্ট সীমারেখাও আছে। এইসব অধিকার দেয়া ও দায়িত্ব পালন করা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে- ইহা ইনসাফ, আর এইসব অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি অবহেলা বা নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করা সামাজিক বেইনসাফী।

নিজের প্রতি নিজের ও সমাজের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও অধিকার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত দুই প্রকারের- দৈহিক ও নৈতিক। সুতরাং এই দুই প্রকারেরই ইনসাফ ও জুলুম মানব সমাজে হতে পারে। এছাড়া মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক প্রভু আল্লাহতায়ালার প্রতিও বান্দাদের আনুগত্যের নৈতিক দায়িত্ব আছে। আল্লাহতায়ালার ও বান্দাদের কাছে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার আছে। সুতরাং আল্লাহতায়ালার আনুগত্যে জীবনযাপন না করা তার প্রতি বেইনসাফী ও অবিচার। আল্লাহর প্রতি অবিচার কতবড় সাংঘাতিক অপরাধ। এতে আল্লাহতায়ালার কোন ক্ষতি হয় না বটে; কিন্তু এই অপরাধের প্রতিক্রিয়া খোদ মানুষ ও মানুষের সমাজেই ফিরে আসে। আর আসে মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। কারণ আল্লাহর আনুগত্যের অর্থ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য যা মানব সমাজে ইনসাফ ও শান্তি কায়েম করার উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে।

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র প্রকৃতি জগত। এখানেই মানুষের পার্থিব জীবন অতিবাহিত হয়। মানুষের পার্থিব জীবনের সাথে প্রকৃতি জগতের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। এই জীবনের বহু প্রয়োজন ও বহু রকমের চাহিদা এই প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিভিন্নভাবে আসে। কতক প্রাকৃতিকভাবেই আসে আর কতক মানুষকে আহরণ বা উৎপাদন করে নিতে হয়। প্রকৃতি জগতও চলছে আল্লাহরই দেয়া আইন কানুনের উপর। এই বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুর ভিতরে আল্লাহর দেয়া বহুগুণ, যোগ্যতা এবং আইন-কানুন নিহিত রয়েছে! এথেকে মানুষের দৈহিক জীবনের বহু প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাতে হয়। মানুষের দৈহিক জীবনের এইসব চাহিদা মিটানোর অধিকার আছে। এ অধিকার আদায় না করলে তার জীবনের প্রতি হবে তার বেইনসাফী, জুলুম ও অবিচার। কোরআনে নানাভাবে তা বিবৃত আছে এবং রাসূলের (সা:) সুন্নাহ ও হাদীসেও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং প্রকৃতি বিজ্ঞানের জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা প্রকৃতি জগতের আইনকানুন জেনে নেয়ার দায়িত্বও মানুষের আছে। এ দায়িত্ব পালন না করাও

www.amarboi.org

বেইনসাফী। আল্লাহতায়ালা কোরআনে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জ্ঞান-গবেষণা করে প্রকৃতি জগতের অন্তর্নিহিত আইন-কানুন জেনে নেয়ার যোগ্যতা আল্লাহ মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য রাসূল ও অহীর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রেও অর্থাৎ জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ব্যবহার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে মানুষের যে সব নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব আসবে তা পালনে আল্লাহর দেয়া অহীর আইনকেই অনুসরণ করে চলতে হবে। একে অবহেলা করে চললে প্রকৃতি জগত হতে সকল অর্জিত ও আহরিত সম্পদও মানুষের জন্য বিপদ, অশান্তি ও ধ্বংসের কারণ হবে। কাজেই ইসলামী আইন এখানেও প্রযোজ্য হবে। এই যে নানাবিধ অধিকার ও দায়িত্ব এবং এগুলির কল্যাণকর স্বাভাবিক সীমারেখা- এ বড় সূক্ষ্ম ও জটিল। বিশেষত: নৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব এবং এর সীমা নির্দেশ অনেক বেশি জটিল ও সূক্ষ্ম। এসব সঠিকভাবে জেনে বুঝে নেয়া মানুষের পক্ষে শুধু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা অতি কঠিন বরং অসম্ভব। এজন্য মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ ধরতে বুঝতে পারে না। ইনসাফই আইনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তা বুঝা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে তা ধরতে ও বুঝতে পারে না বলেই এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার মত সঠিক আইন তৈরি ও তা রূপায়িত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়। বিশ্ব প্রকৃতি যে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি শুধু তিনিই জানেন এই বিশ্ব প্রকৃতির সকল রকমের সকল চাহিদার খবর। তাই মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা ও সকল প্রয়োজন সকল রকমের অধিকার ও দায়িত্ব এবং তার স্বাভাবিক ও কল্যাণকর সীমারেখার পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান শুধু তারই আছে। সুতরাং মানব সমাজের সামগ্রিক ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করার উদ্দেশ্যে সঠিক, পূর্ণ ও নিখুঁত আইন একমাত্র আল্লাহতায়ালা হেদায়াতের ভিত্তিতেই দিতে পারেন। আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবিকই যা হওয়া উচিত ছিল কার্যত বাস্তবক্ষেত্রেও আল্লাহর দেয়া এই হেদায়াতের উদ্দেশ্যও তাই। ইসলামে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ Idealism ও Positivism বলে আলাদা কোন মতবাদ নেই। এখানে আদর্শ ও বাস্তব এক হয়ে আছে। যা বাস্তবে আসতে পারবে না তা আদর্শ বা Ideal হয়ে থাকবে এরূপ আদর্শবাদিতার কোন অর্থ নেই। আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থায়ই রয়েছে Absolute justice বা নিরঙ্কুশ ইনসাফ। আল্লাহর দেয়া অহীর জ্ঞান থেকে বেপরোয়া হওয়ার কারণেই মানুষ এর সন্ধানে হয়রান

www.amarboi.org

পেরেশান অথচ তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ- এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য। আল্লাহর দেয়া পূর্ণ ও নিখুঁত জীবন বিধান অবহেলা করে নিজেদের অসম্পূর্ণজ্ঞান নিয়ে অহঙ্কারে মেতে আছেন যারা তাদেরকে কোরআনে আখ্যা দেয়া হয়েছে مُتَكَبِّرُوْنَ নিজেদের বড় জাননেওয়ালা। অর্থাৎ তারা অবচেতন মনে পোষণ করেন আল্লাহর চেয়েও তারা বড় জ্ঞানী- এরূপ অহংকারী এরা। যত শীঘ্র মানুষের এ ভুল ভাঙ্গবে এবং মানবস্বভাব ও মানবতার সম্পূর্ণ অনুকূল এই খোদায়ী কানুনের কাছে আত্মসমর্পন করবে তত শীঘ্রই মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের ইনসাফ এবং সত্যিকারের শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা।

জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা সবই আল্লাহতায়ালার দেয়া অতি মূল্যবান নেয়ামত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহা কার্যকর থাকবে। একে নিষ্ক্রিয় রেখে কোনরূপ কল্যাণের পথেই অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ইহা সব সময়েই আল্লাহতায়ালার নির্দেশনাকে অনুসরণ করে চলবে। প্রকৃতি জগতের জ্ঞান-গবেষণায় যেমন ইহা দ্বারা প্রকৃতি জগতের অন্তর্নিহিত আল্লাহর দেয়া নিয়ম-কানুন জানবে, বুঝবে এবং মানবের কল্যাণে ইহা ব্যবহার করবে- ঠিক তেমনি ইহা দ্বারা মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া অহীর বিধানকে জানবে, বুঝবে এবং মানব কল্যাণের জন্য তা বাস্তবায়িত করবে। বস্তুজগতের ক্ষেত্রে বা মানুষের জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে অবহেলা করা বা উহার বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষের জন্য মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক।

স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা

আইন দর্শনের আর একটি বড় সমস্যা স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা। রাস্কো পউন্ড তাঁর Interpretation of Legal History বইতে এই সমস্যাকে এইভাবে পেশ করেন:

"আইনের অবশ্যই দৃঢ় ও মজবুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এতে গতিহীনতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এইজন্য আইন সম্বন্ধে চিন্তাবিদদের চিন্তায়ন

www.amarboi.org

এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা সাধনা করেছে যে, কিভাবে দৃঢ়তা ও পরিবর্তনের চাহিদায় সমঝোতা আনা যায়।"

আইন সম্বন্ধে চিন্তাবিদদের চেষ্টা সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা, দৃঢ়তা ও সম্প্রসারণতা এবং ঐতিহ্য ক্রমোন্নতির মধ্যে একটি অনবরত স্থায়ী দ্বন্দ্বের কাহিনী এসে যায়। শাসন ব্যবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলা বহাল রাখা এবং সমাজের আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের জন্য আইনে কঠোরতা ও দৃঢ়তা থাকা দরকার। এ'কে যদি বার বার অদল বদলের উপর রাখা যায় তবে সমাজের মধ্যে চতুর্দিকে শিথিলতা ও বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হতে থাকবে। প্রত্যেকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে মাঝে মাঝে যদি একে বদলিয়ে দেয়া যায় তবে এরূপ অবস্থায় আইন তার সকল শক্তি ও মর্যাদাই হারিয়ে ফেলবে। আবার যদি আইনে এই কঠোরতা ও দৃঢ়তা ইনসাফের চাহিদাকে বিসর্জন দিয়ে কায়েম রাখা হয় ও দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে আদৌ বিবেচনা না করা হয় তবে আইনের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়। এরূপ পরিবর্তন যা আইনের প্রাণশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা ইনসাফের উপর আঘাত হানে তা থেকে আইনকে রক্ষা করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে প্রশ্ন জাগে যে, আইনের দৃঢ়তা ও কঠোরতাকে অপরিহার্য পরিবর্তনের চাহিদা থেকে কিরূপে মুক্ত করা যায়। আর আইনে কোন অংশ স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় বলে স্থিরিকৃত হয় আর কোন অংশ পরিবর্তন কবুল করার বৈশিষ্ট্য রাখে। পরিতাপের বিষয় যে, এইসব প্রশ্নের কোন সঠিক স্পষ্ট উত্তর আধুনিক চিন্তা গবেষণা এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারে নাই। আমেরিকার প্রসিদ্ধ আইন চিন্তাবিদ জাস্টিস কারডোজা (Justice Cordoza) খুব ঠিকই লিখেছেন যে:

"আজ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলির মধ্যে একটি প্রয়োজন এমন একটি আইন দর্শন প্রণয়ন করা যা স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার পরস্পর সংগ্রামী চাহিদার মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা এনে দেয়। আর এইরূপে আইনের ক্রমোন্নতির জন্য কতকগুলি কার্যকর নীতি সংগ্রহে সাহায্য করে।"

বস্তুনির্ভর আইন দর্শন আজও এমন কোন দার্শনিক নীতি পেশ করতে পারে নাই যা আইনের স্থিতিশীলতার সাথে মানব সমাজের পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন নতুন

www.amarboi.org

প্রয়োজনও পূরণ করতে পারে। সত্য কথা এই যে, মানুষের পক্ষে শুধু চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এরূপ নীতি পেশ করাও অসম্ভব। সীমাবদ্ধ স্থান ও কালের মানুষ এ কাজের যোগ্যও নয়।

ইসলামী আইন যেহেতু আল্লাহর হেদায়াতের ভিত্তিতে কাজেই শুধু এই আইনেরই এই বৈশিষ্ট্য যে, এ একাধারে শাশ্বত, চিরন্তন ও স্থিতিশীল অথচ এর সাথেই মানব সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার সকল সমস্যার সমাধানও সংগ্রহ্ করে দেয়। কোরআন ও সুন্নাতের দেয়া নীতি চিরস্থায়ী। যদি সমগ্র মানব জাতিও এক হয়ে তাতে কোন পরিবর্তন করতে চায় এ অধিকারও তাদের নেই আর তা করতে গেলে উহা মানুষের জন্য অকল্যাণ ডেকে আনা ছাড়া কোন কল্যাণই হবে না। এ নীতি মানব স্বভাবের অনুকূল। এতে পরিবর্তনের প্রয়োজনও নাই আর অবকাশও নাই।

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ – ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ – وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلَ

এখন প্রশ্ন এই যে, পরিবর্তিত অবস্থায় ও প্রয়োজনে এ কিরূপে স্থিতিশীল হয়ে থাকতে পারে আর পরিবর্তিত অবস্থা ও প্রয়োজনের চাহিদা কি করে মিটাতে পারে? এর জবাব সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

ইসলাম এমন বুনিয়াদি ও মৌলিক নীতি দেয় যা প্রত্যেক যুগের জন্য। যেহেতু এইসব নীতি মানব স্বভাব অনুযায়ী, তাই আল্লাহর দেয়া মানব স্বভাব ও মানব প্রকৃতি না বদলে এইসব নীতির পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই আসে না। এই পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক জীবন বিধান কায়েম আছে তার কতকগুলি বুনিয়াদ আছে এবং মানব সভ্যতার উত্থান ও পতন এবং মাস ও বৎসরের আসা যাওয়া সত্ত্বেও মানব জীবনের বুনিয়াদী সত্য ও বাস্তবতত্ত্ব একই থাকে- এতে কোন পরিবর্তনই আসে না। এর মধ্যে পরিবর্তন সেই নতুন বিধান আসার সময় হবে যাকে আমরা আখেরাত বলি। যেহেতু ইসলামের নীতি এই পার্থিব জীবনের মানব স্বভাব অনুযায়ী এজন্য এতে পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন নাই। ইসলাম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের বুনিয়াদী আইন ও নীতি এমনভাবে ঠিক করে দিয়েছে যে, স্থান ও কালের পরিবর্তনের কোন প্রভাব এতে পড়ে না। যে সব বিষয়ের সম্বন্ধে

www.amarboi.org

সময়, ঋতু ও স্থানীয় অবস্থা ইত্যাদির সাথে, সে সব বিষয়ে ইসলামে প্রত্যেক যুগের মানুষকে ইসলামী শরীয়তের সীমা ও বিধান সমষ্টির আলোতে সেসব বিস্তারিত বিষয় (Details) ঠিক করে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এইরূপ সমাজ, জীবিকা, শাসন ইত্যাদির ব্যাপারেও মৌলিক নীতি ও বুনিয়াদী আইন ঠিক করে দেয়ার পর শরিয়ত মুসলমানদেরকে নতুন নতুন সমস্যা ও ঘটনায় ইসলামের মূলনীতি হেদায়াত ও শিক্ষা সমষ্টির আলোতে এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সা:) নির্ধারিত সীমাগুলিকে কায়েম ও বহাল রেখে 'ইজতেহাদের' সাহায্যে সমাধান করে নেয়ার ব্যবস্থা দিয়েছে। এইরূপে পরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদা পূরণের জন্য ইসলামী আইনকে স্থিতিশীলতার সাথে গতিশীল করে নেয়ার ইন্তেজাম করে দেয়া হয়েছে। অথচ সমাজ ও জীবনের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকেও নষ্ট বা ক্ষুণ্ন হতে দেয়া হয়নি। এইজন্য ইসলামী আইন অপরিবর্তনীয় ও স্থিতিশীল হয়েও গতিহীন হয়ে যায়না। বরং এইভাবে স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সমন্বয় হয়ে আছে- কোন বিরোধ নেই। এরূপ হতে পেরেছে ইসলামী আইনের ভিতরে ব্যাপকতা ও সম্প্রসারণযোগ্যতার গুণ থাকার কারণে। এরূপ গুণে গুণান্বিত ও সকল স্থানের, সকল যুগের মানুষের জন্য উপযুক্ত সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহতায়ালাই দিতে পারেন। এখানে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলাম বুনিয়াদী নীতি ও আইন ঠিক করে দেয়ার পরে- নিজেই পরিবর্তিত অবস্থা ও নতুন নতুন সমস্যার দাবী ও চাহিদা মিটাবার জন্যও নিয়মনীতি- 'ইজতিহাদ' ও 'ইজমা'র নিয়মনীতিও তৈরি করে দিয়েছে- যাতে এর সাহায্যে নতুন সমস্যাবলীর সঠিক মীমাংসা কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী করে নেয়া হয়। ইজতিহাদ নতুন নতুন সমাধানের রাস্তা খুলে দেয় এবং ইজমা অতীতের সিদ্ধান্ত গুলি সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করে, যাতে ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হতে না পারে। এইসব আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে স্থিতি ও পরিবর্তনের চাহিদার মধ্যে কি সুন্দর সমন্বয় রয়েছে।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। ইসলামী আইনের কাজ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ে। কোরআন মানুষের হেদায়াতের জন্য এসেছে

www.amarboi.org

অর্থাৎ কোন্ পথে, কোন্ নীতিতে ও কোন্ স্কীমের উপর মানুষ তার সামগ্রিক জীবন যাপন করবে এবং কোন বিধান ও আইনকে অনুসরণ করে চলবে তার সন্ধান দিতে ও সে পথে চলার সহায়তা করতে। প্রকৃতি বিজ্ঞান বা ভূ-মণ্ডলের ও সৌরজগতের বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য নয়। এজন্য ইসলামী শরীয়ত প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় না- এটা মানুষের জ্ঞান-গবেষণা ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার উপরে ছেড়ে দেয়। প্রকৃতিজগতের অন্তর্নিহিত আইন কানুন জেনে তা কাজে লাগাতে ইসলাম শুধু উৎসাহই দেয় না বরং একে মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব বলেও নির্দেশ দেয়। কাজেই প্রকৃতি জগতের জ্ঞান-গবেষণার সাথে ইসলামের কোন সংঘর্ষ নেই।

আদর্শবাদ ও বাস্তব (প্রত্যক্ষ)বাদ

যখন থেকে পাশ্চাত্য জগতে আইনদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই এই দর্শনের মধ্যে আইনের আদর্শবাদ (Idealism) বাস্তববাদের বা প্রত্যক্ষবাদের (Positive) এক দ্বন্দ্ব চলে আসছে। আদর্শবাদীরা আইনকে একেবারে প্রাথমিক নীতি থেকে গ্রহণ করে, কিন্তু বাস্তববাদী বা বস্তুবাদীরা আইনকে বিশেষ সামাজিক অবস্থার অপরিহার্য ফল বলে ধরে নেয় আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আইন গঠন করে। এই দ্বন্দ্বের সম্পর্ক রয়েছে মূলে সেই দ্বন্দ্বের সাথেই যা দর্শন ক্ষেত্রে জড়বাদ ও জড়াতীতবাদে বিশ্বাসী মতবাদের মধ্যে খুব জোরেশোরে চলে আসছে। এই দ্বন্দ্বে মার্কসের মতবাদ আরও বেশী প্রবলতার সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই এই দ্বন্দ্বের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রদর্শনী দেখা যায় জার্মানের আদর্শবাদী চিন্তাবিদদের ও মার্ক্সিয় জড়বাদের ঝাণ্ডাবাহীদের মধ্যে। এ দ্বন্দ্বও আজ পর্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণ হয় নাই। ডব্লিউ ফ্রাইডম্যানের ভাষায় "এই দ্বন্দ্ব কখনো খতম হবে বলে মনে হয় না। Ideals and Abstractions এর সুউচ্চ মতবাদ ও থিওরির আক্রমণে ক্লান্ত ও পরাজিত হয়ে মানুষ জড়বাদ ও বস্তুবাদের স্থূল বাস্তব এবং কর্মশক্তির দিকে ঝুকে পড়ে; কিন্তু শীঘ্রই বাহ্যদৃষ্টির ধোকায় প্রতারিত ও মনভাঙ্গা হয়ে আবার সেই উচ্চ ও আদর্শ জড়াতীত বা আধ্যাত্মবাদের থিওরির কোলে ঢুকে পড়ে- এইরূপে এই দ্বন্দ্ব মানুষের মধ্যে বরাবর চলে আসছে এক অটুট ধারাবাহিকতার সাথে।" (W. Friedman, Legal Theory)

www.amarboi.org

ইসলামের আইন দর্শনে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের এই দ্বন্দ্বের বালাই নাই। এখানে আদর্শে ও বাস্তবে কোন দ্বন্দ্ব নাই। আদর্শের প্রাণবস্তুসহ বাস্তবকে দেখা হয়েছে- একটিকে অপরটি থেকে বাদ দিয়ে কোন সময়ের জন্যও দেখা হয় নাই। ইসলামে জড়বাদ বা বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদ বলে আলাদা কিছুই নাই। সুতরাং এখানে আদর্শ আইনই বাস্তব আইনে রূপায়িত হয়ে আছে। এই জন্যই এ আইন সার্বজনীন সর্বকালে স্থায়ী ও স্থিতিশীল। নেহায়েত মানুষের চিন্তায় তৈরি আইনে এইসব গুণ আসতে পারে না- একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা সর্বজ্ঞ আল্লাহতায়ালার হেদায়াতের ভিত্তিতে তৈরি আইনেই এই মহান গুণাবলী সম্ভবপর। এসব কথা আগেও বলা হয়েছে।

ব্যক্তি ও সমষ্টির চাহিদা

ব্যক্তির উপর সমাজের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে কিনা, না ব্যক্তিই সব? এই প্রশ্ন রাজনীতিকদের সামনে একটা বুনিয়াদি সমস্যা হয়ে আছে। আইন দর্শনেও এই সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়েও নানারূপ বুলি শুনা যায়। প্লেটো সমাজ ও সমষ্টিকে ব্যক্তির উপর স্থান দিয়েছেন। এর বিপরীত বৈরাগ্যবাদ দার্শনিকগণ (Stoics) ব্যক্তিকে সমাজের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। আধুনিক যুগে কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্টগণ ব্যক্তিকে স্পষ্টত: সমাজের গোলাম বানিয়ে দিয়েছে; কিন্তু অন্যদিকে আধুনিক ডেমোক্রেসির পতাকাধারিগণ সমস্ত গুরুত্ব ব্যক্তিকে দিয়ে দিয়েছে। লক (Lock) ও মিল (Mill) ব্যক্তিবাদীদের মধ্যে প্রথম কাতারের লোক এবং আধুনিক আমেরিকার শাসনতন্ত্র এই মতবাদের শ্রেষ্ঠতম মেনিফেস্টো। এই দুই পরস্পর বিরোধী ও সংগ্রামী মতবাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত সহযোগিতা ও ঐক্যের কোন উপায় আবিষ্কার হতে পারে নাই এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার কোন উপায় এখনও আইন দর্শনের চিন্তাবিদদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে নাই। এ বিষয়েও আধুনিক আইনবিদদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে।

ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার ও দায়িত্বকে পরস্পর মুখাপেক্ষী করে দিয়ে উভয়ের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য এনে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের

www.amarboi.org

কার্যকলাপের জন্য এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সে নিজেই দায়িত্বশীল। কিন্তু সমাজকে সম্মিলিতভাবে ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহায়তা করার দায়িত্ব দিয়ে সমাজকেও ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছে। এইরূপ অধিকারের বেলায়ও ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে সমাজের সহায়তা পাওয়ার যেমন অধিকার আছে ঠিক তেমনি সমাজের ও ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যক্তিদের সহায়তা লাভ করার অধিকার আছে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চাহিদা পূরণেও এইরূপ ব্যক্তি ও সমষ্টি পরস্পর দায়িত্বশীল ও পরস্পর মুখাপেক্ষী। ব্যক্তি ও সমষ্টির দায়িত্ব ও অধিকার এবং এই অধিকার ও দায়িত্বের সীমা নির্দেশ সবই ইসলামী আইনে বিস্তারিত রয়েছে। সুতরাং এখানে ব্যক্তি ও সমষ্টি বা সমাজ কারো পক্ষে কারো অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার বা সীমা অতিক্রম করার অধিকার নাই। ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সহায়তা ও সহযোগিতা থাকবে তেমনি ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেও পরস্পর সহানুভূতি, সহায়তা ও সহযোগিতা থাকবে। এইরূপে পুরা সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির সাথে প্রতিটি ব্যক্তির সুখ সমৃদ্ধিও সমান তালে এগিয়ে যাবে। ব্যক্তিদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে বা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বঞ্চিত করে সমাজ বা সমষ্টির যে সমৃদ্ধি তা আসলে পুরা সমষ্টির সমৃদ্ধি নয়। এ অবস্থায় ত সমষ্টির কতক অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বঞ্চিত করা হলো। একে পুরা সমষ্টির সমৃদ্ধি বলা চলে না। এরূপ করা সমষ্টির দোহাই দিয়ে কতককে প্রতারিত করাই হবে। ব্যক্তির মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সমাজের নাই- এখানে সমাজের অধিকার ও দায়িত্ব সীমাবদ্ধ- ঠিক তেমনি ব্যক্তির দায়িত্বও সমাজের প্রতি। সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অন্যায়রূপে বাধা সৃষ্টি করার অধিকার ব্যক্তির নাই। ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের দায়িত্ব ও অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে এমন আইন দিয়েছে যাতে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

যেখানে ব্যক্তিদেরকে সমাজের গোলাম করে রাখা হয় সেখানে পুরা সমষ্টির সুখ-সমৃদ্ধিত হয়ই না- ব্যক্তিদের মানবোচিত ব্যক্তি স্বাধীনতাটুকুও থাকে না- এ সবই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে কয়েকটি শক্তিশালী ব্যক্তির হাতে।

www.amarboi.org

আর যেখানে সমাজ হয়ে পড়ে ব্যক্তিদের যন্ত্রস্বরূপ সেখানে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার আইনের আওতায় ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিজোট বা দল ফুলে ফেঁপে উঠে বটে; কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিদের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোও কঠিন হয়ে পড়ে।

ইসলাম তাই এ দুয়ের মাঝখানে 'সিরাতে মুস্তাকিমের' সন্ধান দেয়- ব্যক্তি ও সমাজকে-পরস্পরের মুখাপেক্ষী ও দায়িত্বশীল করে দিয়ে সম্পূর্ণ ইনসাফ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন করে দিয়ে সকলেরই ইনসাফভিত্তিক অধিকার পাওয়ার পথকে সহজ করে দেয়।

আন্তর্জাতিক আইনের সমস্যা

আইনকে অপরিহার্যরূপে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশরূপে যারা বুঝেন তাদের মতবাদকে যদি সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় আর আইনকে শুধু কোন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ফরমানের আসন দেয়া যায় তবে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলে মেনে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণে অস্টিন (Austin) আন্তর্জাতিক আইনকে কখনো আইন বলে ধারণা করেন না। এ ঝগড়াও আইনের মতবাদের দুনিয়ায় বেশ জোরেশোরে জারি রয়েছে। এদিকে এও বাস্তব সত্য যে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার দাবী ও চাহিদা স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক আইনের অনুসরণে কোন জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) খতম হয়ে যায়। আবার আন্তর্জাতিক আইনের দুনিয়ায় এখন পর্যন্ত কোন শাসন ক্ষমতা ভিত্তিক মঞ্জুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের অধিকার আবিষ্কার হতে পারে নাই। এ বলে দেয়া খুবই কঠিন যে, আন্তর্জাতিক নৈতিকতার নিয়ম কানুন কোন শক্তির দ্বারা চালু করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে যুদ্ধের সাহায্যে শক্তিশালীকে ভীত ও বাধ্য করা যায় না। যুদ্ধ ত প্রকৃতপক্ষে দুর্বল জাতিকে ভীত করার উপায় এবং এ উপায়টি সবসময়ে শক্তিশালী জাতিরাই ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রচলন জাতিসমূহের নিজস্ব সার্বভৌমত্বের ধারণার পাশাপাশি সম্ভবপর হতে পারে কি? এই প্রশ্ন আজ আধুনিক মানুষের সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেকটি আইনবিদদের সম্মুখেও রয়েছে। আর এই প্রশ্নের জবাবের উপরই আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও শান্তি নির্ভর করে।

www.amarboi.org

এ প্রশ্নের উত্তর কোরআন অতি স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছে। কোরআন ঘোষণা করেছে যে এই বিশ্বের নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহতায়ালা, এই বিশ্ব একমাত্র তাঁরই রাজত্ব। বিশ্ব মানবের জন্য হেদায়াত, বিধিবিধান ও জীবন ব্যবস্থা দেয়ার একমাত্র অধিকার তাঁরই। বিশ্বজোড়া এই প্রকৃত জগত তাঁরই দেয়া নিয়ম-কানুন মেনে চলছে। বিশ্ব মানবেরও একমাত্র তাঁরই হেদায়াত মেনে চলায়ই প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি। বিশ্ব মানবের জন্য সার্বজনীন ও স্থিতিশীল দৃঢ় ও মজবুত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দেয়ার যোগ্যতা শুধু তাঁরই আছে- তিনিই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিশ্ব মানবতার পক্ষে গ্রহণীয় বাস্তব সত্য ও প্রকৃততত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুউচ্চ ও মহান আদর্শভিত্তিক এই ইসলামী আইন যদি দুনিয়ার জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করে তবে সংকীর্ণ ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সকল ভিত্তি ধ্বসে যাবে, বিদ্বেষ ও হিংসার ইমারত চুরমার হয়ে যাবে। সকল জাতি মিলে এক অখণ্ড মানবজাতিতে পরিণত হয়ে যাবে। একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে মানব জাতি তৈরি করবে ঐক্যবদ্ধ শান্তিময় বিশ্ব। বিশ্বকে তখন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা হবে সেই সত্যিকারের মালিক প্রভুর পূর্ণ নিখুঁত ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থার উপর।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

ইসলামের
আইন
দর্শন
মাওলানা আবদুল আলী